২৯/৮/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অবিলম্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অপসারণসহ চার দফা দাবীতে সাতটি বাম ছাত্র সংগঠন গতকাল (মঙ্গলবার) দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালন

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

করেছে। এদিকে আন্দোলনরত নেতা-কর্মীদের উপর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে এবং চার দফা দাবীতে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ আজ (বুধবার) থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বাম সংগঠনসমূহ হচ্ছে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র মৈত্রী, বাসদ ছাত্রলীগ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও সমাজবাদী ছাত্র জোট।

দেশব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ধর্মঘট পালন করা হয়। ছাত্রদলও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট পালন করছে। ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ যৌথভাবে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, ছাত্র মৈত্রীর দীপংকর সাহা দীপু, ছাত্র ফ্রন্টের খোকন দাস, তাসলিমা আকতার লিমা, রহমান মিজান, মিঠুন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ অবিলম্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রনেতার বহিষ্কারাদেশ, ২০ জনের শোকজ প্রত্যাহার, ভিসির অপসারণ, অভিযুক্ত ধর্ষকদের ছাত্রত্ব বাতিল এবং হামলাকারী ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতারের দাবী জানান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্র ঐক্যের ডাকে আহূত সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। গতকাল ধর্মঘটকে বানচাল করার লক্ষ্যে একদল সশস্ত্র ছাত্রলীগ ক্যাডার ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব রিয়াদ এবং পলাশ নামে অপর এক কর্মীকে মারাত্মকভাবে জখম করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছে।

ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার রাত সাড়ে বারটায় ভাসানী হলের ৩৩৩ নং রুমে ছাত্রলীগ ক্যাডারগণ হামলা চালায়। এ হামলার নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগ হল শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। আজাদ তার সহযোগী সুমন (সরকার ও রাজনীতি, ৩য় বর্ষ), সারোয়ার (প্রত্নতত্ত্ব, তয় বর্ষ) লিটন (গণিত, ৩য় বর্ষ), সিরাজ (ইসিএস, ৩য় বর্ষ)সহ ১০/১২ জন ক্যাডার সশস্ত্র অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব রিয়াদের রুমে হামলা চালায়। এ সময় রিয়াদ 'ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্র ঐক্যের' মিটিং-এর সভাপতিত্ব করছিলেন। আহত রিয়াদ ও পলাশকে সাথে সাথে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং মনির, রুবেলসহ ১০/১২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্য সকল হলগুলোতে রাতেই মিছিল বের করে। এছাড়া গতকাল সকাল থেকে ছাত্র ঐক্য ক্যাম্পাসে মিছিল করে।

মিছিল শেষে তারা সমাজবিজ্ঞান অনুষদে এক সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে তারা প্রক্টর অফিস ঘেরাও করে ছাত্রলীগ ক্যাডার বাহিনীর বিচার চেয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করে।

ধর্মঘট চলাকালে কোন বিভাগই খোলা হয়নি। বাস চলাচল বন্ধ ছিল। সকল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

অপরদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ২৬ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষকগণ বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী দলীয় বর্তমান ভিসি ও তার প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রেখেছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদদাতা জানান, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকা ধর্মঘট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও পালিত হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালে ক্লাস, সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গাড়ী চলেনি। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ মোড়ে মোড়ে পিকেটিং করে এবং বিক্ষোভ